তারিখঃ ২৫ নভেম্বর ২০২৫: অবস্থান পত্র

UNHCR কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওদের সক্ষমতাকে অবজ্ঞা করেছে

- আন্তর্জাতিক এনজিওদের নিজ উৎপত্তি দেশে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত, কক্সবাজারে নয়।
- কক্সবাজারের বাইরের সকল সংস্থা স্থানীয় এনজিওদেরকে অংশীদার না করে কাজ করতে পারবে না।
- রোহিঙ্গাদের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নয়, পূর্ব নির্মিত কাঠামোর পক্ষে।

পটভূমি: কক্সবাজারে দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার উপস্থিতি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী মানবিক সংকট হিসেবে বিবেচিত। ২০১৭ সালে এই সংকট শুরুর সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সংস্থাসমূহ ছিল প্রথম সাড়াদানকারী। তখন থেকেই স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রমাণ আছে যে, স্থানীয় এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব শুধুমাত্র স্থানীয় মালিকানাকেই শক্তিশালী করে না, বরং পরিচালন ব্যয়ও কমিয়ে আনে।

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে অংশীদারিত্ব বিষয়ক বেশ কিছু সিদ্ধান্তে এটি প্রতীয়মান হয় যে, জাতিসংঘের কিছু সংস্থাগুলো স্থানীয় এনজিও/সিএসও-গুলোকে যথাযথ সম্মান বা সমান অংশীদার হিসেবে গণ্য করছে না। অনেক ক্ষেত্রে, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো স্থানীয়দের সাথে অর্থবহ অংশীদারিত্ব গঠন করছে না । সম্প্রতি, স্থানীয় সংস্থা/সিএসও-গুলোর জন্য অংশীদারিত্বের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ, UNHCR ২০২৬-২০২৯ অংশীদারিত্বের জন্য সমস্ত স্থানীয় এনজিওর সাথে অংশীদারিত্ব বন্ধ করে আন্তর্জাতিক ও কক্সবাজারের বাইরের এনজিওকে দিয়েছে বলে জানা গেছে। যা এই কার্যক্রমে স্থানীয়দের আরও কোণঠাসা করে ফেলেছে। অথচ ইউএনএইচসিআর-এর নিজস্ব নির্দেশিকাই স্বীকার করে যে, স্থানীয়/জাতীয় অংশীদারদের (LNAs) স্থানীয় ও জাতীয় প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি এবং গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়া রয়েছে।

ইউএনএইচসিআর-এর স্থানীয়করণের (Localization) মূল দিকসমূহ: UNHCR ২০২৫ সালের অক্টোবরে স্থানীয়করণ গাইডলাইন ((UNCHR Guidelines on Localization, October 2025) প্রকাশ করে যার মূল ভিত্তি হলো স্থানীয় সংস্থাগুলোর (LNAs) সাথে সমতাভিত্তিক এবং মানসম্মত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আরও সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে ইউএনএইচসিআর 'গ্র্যান্ড বার্গেইন' (২০১৭) এবং 'অংশীদারিত্বের নীতিমালা' (২০০৭)-এর মতো বৈশ্বিক চুক্তিগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্থানীয়দের সমান অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা এবং স্থানীয়দের কাছে ক্ষমতা ও সম্পদ হস্তান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ইউএনএইচসিআর বিদ্যমান স্থানীয় সক্ষমতাকে আরও জোরদার করতে দ্বিমুখী দক্ষতা বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া স্থানীয়দের জন্য তহবিল বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং আরও শক্তিশালী ও সমতাভিত্তিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে ইউএনএইচসিআর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্থানীয়করণ নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্থানীয়করণের সুফলগুলো বিবেচনায় নিয়ে ইউএনএইচসিআর কিছু কিছু স্থানীয় সংস্থার (বিশেষ করে যাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছুটা দুর্বল) ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার 'অবশিষ্ট ঝুঁকি' গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। স্থানীয় সংস্থাগুলোর (LNAs) সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইউএনএইচসিআর কিছু নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার তালিকা দিয়েছে: যেমন, ১) স্থানীয় সংস্থাগুলোর সক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান নির্ভর ধারণা না করা; ২) স্থানীয়দের কম গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা বা কেবল 'খরচ বাঁচানোর মাধ্যম' হিসেবে গণ্য না করা; এবং ৩) স্থানীয় মানবিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকে আরও বাড়িয়ে না তোলা।

ইউএনএইচসিআর ২০২৫ বনাম ২০২৬-২০২৯ অংশীদারিত্ব: ২০২৫ সালে, UNHCR ১৬টি এনজিওকে অংশীদার হিসেবে যুক্ত করেছিল যাদের মধ্যে ২টি স্থানীয়, ৮টি জাতীয় এবং ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ছিল। এর শতাংশের অনুপাত ছিল-১৩% স্থানীয়, ৫০% জাতীয় এবং ৩৮% আন্তর্জাতিক এনজিও। এর বিপরীতে, ২০২৬-২০২৯ সালের অংশীদারিত্বের জন্য UNHCR ১২টি এনজিও অংশীদার নির্বাচন করেছে, যেখানে ০% স্থানীয়, ৭৫% জাতীয় এবং ২৫% আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে। এটি কক্সবাজার-ভিত্তিক স্থানীয় এনজিওদের সক্ষমতা ও সম্পৃক্ততাকে অস্বীকার ও অবমূল্যায়ন করেছে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। UNHCR এই সিদ্ধান্ত তাদের স্থানীয়করণ প্রতিশ্রুতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

ইউএনএইচসিআর-এর বৈশ্বিক স্থানীয়করণ বনাম কক্সবাজারের বাস্তবতা: UNHCR -এর লোকালাইজেশন রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, তাদের অর্থায়নে পরিচালিত অংশীদারদের ৮৭% ছিল স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থা (LNAs); এবং জুন ২০২৫ পর্যন্ত এটি দাঁড়িয়েছে ৮৫%-এ। তবে, এই প্রতিবেদনের তথ্যের সাথে বাংলাদেশে ২০২৬ সালের জন্য নেওয়া অংশীদারিত্বের সিদ্ধান্তের তীব্র স্ববিরোধিতা রয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী কার্যক্রমে ২০২৬-২০২৯ এর জন্য UNHCR কক্সবাজারের কোনো স্থানীয় এনজিওকেই নির্বাচন করেনি। এর অর্থ হলো, ২০২৬ সালে কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওগুলোর সাথে ইউএনএইচসিআর-এর ০% (শূন্য শতাংশ) অর্থায়নের অংশীদারিত্ব থাকবে। এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় সক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করে । UNHCR জানিয়েছে যে অংশীদারিত্বের জন্য আবেদন করা স্থানীয় সংস্থাগুলো "বেস্ট ফিট পার্টনার" বা সবচেয়ে উপযুক্ত না। এটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এই ধরনের অবস্থান ইউএনএইচসিআর-এর নিজস্ব স্থানীয়করণ নীতি এবং 'গ্র্যান্ড বার্গেইন' প্রতিশ্রুতির সাথে সাংঘর্ষিক।

হোস্ট কমিউনিটি ও রোহিঙ্গাদের জন্য বিশ্বব্যাংকের (World Bank) অর্থায়ন: বিশ্বব্যাংক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা প্রদান এবং দুর্যোগ ও সামাজিক সহনশীলতা গড়ে তুলতে স্থানীয় মানুষের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ এবং রোহিঙ্গাদের জন্য ৩০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান (মোট ৭০০ মিলিয়ন ডলার) অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশ সরকার (GoB) এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। অথচ তারা এই বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় এনজিও/সিএসও-গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। আমরা এই বৈষম্য ব্যবস্থার প্রতিবাদ করি। স্থানীয় মানুষের জন্য বিশ্বব্যাংকের

অর্থায়নে জাতিসংঘের একটি সংস্থা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আবাসন নির্মাণ করবে। আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি যে, এই আবাসনগুলো অবশ্যই প্রিফ্যাব্রিকেটেড (প্রাক-নির্মিত) ঘর হতে হবে; কোনো স্থায়ী কাঠামো তৈরির অনুমতি দেওয়া যাবে না। স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় এনজিও/সিএসও-দের সাথে পরামর্শ করে এর বিস্তারিত নকশা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিপূরক অংশীদারিত্ব হবে: ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মানবিক সাড়াদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে কাজ করেছে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। আমরা এই কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর (INGOs) তহবিল সংগ্রহ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও ভূমিকাকে সাধুবাদ জানাই।

তবে, আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিপূরক অংশীদারিত্ব মডেল দাবি করি যেখানে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো একসাথে কাজ করবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো (INGOs) কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওগুলোর সাথে তহবিলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। আইএনজিওগুলোর উচিত তাদের নিজ দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরিণ থেকে নয়।

কক্সবাজারের টেকসই উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় কক্সবাজারে দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি এবং জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে (MPI) এটি সবচেয়ে দরিদ্র জেলাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়। কক্সবাজারের টেকসই উন্নয়নে এই দারিদ্র্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি চরম ঝুঁকির বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। বিপুল রোহিঙ্গা জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের চাপের কারণে এই সমস্যাগুলো আরও প্রকট হয়েছে। উখিয়া এবং টেকনাফে প্রতিদিন ২৫ মিলিয়ন লিটারেরও বেশি পানি ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে। উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় মানুষের ভবিষ্যৎ পানির নিশ্চয়তার জন্য এখনই ক্যাম্পে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা চালু করতে হবে। নাফ নদীর পানিকে ট্রিটমেন্ট করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সরবরাহ করতে হবে। ভূ-উপরিভাগের পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের মূল সুপারিশসমূহঃ উপরোক্ত সমস্যার আলোকে আমরা, স্থানীয় এনজিও/সিএসওসমূহ, দৃঢ়ভাবে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করছি:

১. UNHCR -কে অবশ্যই ২০২৬-২০২৯ অংশীদারিত্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে: আমরা ২০২৬-২০২৯ চক্রের জন্য ইউএনএইচসিআর-এর সাম্প্রতিক অংশীদার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য জোর আহ্বান জানাচ্ছি। স্থানীয়করণের প্রতিশ্রুতির আলোকে ইউএনএইচসিআর স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে একই মানদণ্ডে বিচার করছে। এটি অবশ্যই প্রেক্ষাপট-সংবেদনশীল হতে এই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনসম্মুখে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। হবে এবং প্রতিটি সংস্থার (স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) জন্য পৃথক ও উপযুক্ত মানদণ্ড থাকতে হবে। তারা স্থানীয় এনজিও/সিএসও-দের সক্ষমতা সম্পর্কে আগে থেকেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। স্থানীয় এনজিও/সিএসও-দের অবমূল্যায়ন করার অর্থ হলো স্থানীয় জনগণকেই অবমূল্যায়ন করা। বিদেশী দাতা সংস্থা যখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিদর্শন করতে আসে, তখন স্থানীয় এনজিও/সিএসও দের সাথে দেখা ও কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

২. বিশ্বব্যাংকের (WB) তহবিলের স্বচ্ছতা: বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘকে ঘোষণা করতে হবে যে তারা কক্সবাজারে কিভাবে বিশ্বব্যাংকের তহবিলে স্থানীয় এনজিও/সিএসওগুলোর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। আমরা এ বিষয়ে পূর্ণ স্বচ্ছতা দাবি করছি। কক্সবাজারের বাইরে থেকে 'আমদানিকৃত' কোনো এনজিও এই তহবিলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. রোহিঙ্গাদের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নয়, পূর্ব নির্মিত (Prefabricated) কাঠামোর পক্ষে: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত আবাসনের সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তবে এই আবাসনগুলো অবশ্যই প্রিফ্যাব্রিকেটেড (Prefabricated) হতে হবে। স্থানীয় জনগণ, সিএসও এবং স্থানীয় এনজিওগুলো স্থায়ী কাঠামোর পক্ষে নয়। স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে এর নকশা ও বিস্তারিত প্রকাশ করতে হবে।

৪. আইএনজিও-দের (INGOs) তহবিল সংগ্রহের ভূমিকা: আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর উচিত তাদের নিজ দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা এবং তাদের অবশ্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তহবিল সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

৫. স্থানীয় এনজিওদের সাথে বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্ব এবং বর্জ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ: যে সকল এনজিও কক্সবাজারের বাইরে থেকে এসেছে, তারা কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিও/সিএসও-র সাথে অংশীদার না করে কাজ করতে পারবে না। বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘকে অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন, বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে ক্যাম্পের পাশে ৩০০ একর নষ্ট জমি চাষাবাদের উপযোগী করতে হবে।

যোগাযোগঃ
CCNF (https://cxb-cso-ngo.org), House No: 75 Block: A Light House Road
(East side of Niribili Orchid), Kalatoli, Cox's Bazar.
E-mail: ccnf.info@gmail.com
Phone: +880341-63186, +880341-63546